যুগান্তর

মানা হচ্ছে না মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা

অভিযানের মুখেও চট্টগ্রামে খোলা কোচিং সেন্টার

প্রকাশ : ০২ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

এম এ কাউসার, চট্টগ্রাম ব্যুরো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় কমপক্ষে অর্ধশতাধিক কোচিং সেন্টার খোলা রেখে পাঠদান কর্মসূচি চালু রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা উপলক্ষে ২৫ অক্টোবর থেকে আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিনের জন্য সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নিষেধাজ্ঞা থাকায় কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে কিছু প্রতিষ্ঠান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে কেউ কেউ বন্ধের দিনে খোলা রাখছে কোচিং সেন্টার। অপরদিকে স্কুল শিক্ষকদের ব্যাচভিত্তিক কোচিংও থেমে নেই। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, প্রশাসনের ঢিলেঢালা অভিযানের কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

এদিকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৮ হাজার ৯৮৮ জন শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে আজ (শনিবার)। এদের মধ্যে ৯২ হাজার ৫৫৯ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ১৬ হাজার ৪২৯ জন ছাত্রী। বোর্ডের ১ হাজার ২৭৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ২৩১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

সূত্র জানায়, কয়েক বছর ধরে প্রশ্নফাঁস রোধ ও পরীক্ষার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমন পাবলিক পরীক্ষা শুরুর আগে থেকে কোচিং সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এছাড়া এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা উপলক্ষে ২২ দিনের জন্য কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে এ নির্দেশনা অমান্য করে নামিদামি থেকে শুরু করে অলিগলির কোচিং সেন্টারও খোলা রাখা হচ্ছে। বুধবার বিকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাড়াখ্যাত নগরীর চকবাজার এলাকায় একযোগে অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এতে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ফরহাদ শামীম, মো. উমর ফারুক এবং মাসুদুর রহমান। অভিযানে চকবাজার কলেজ রোডের ৩টি কোচিং সেন্টার সিলগালা করে দেয়া হয়। এ সময় অভিযানের খবর পেয়ে ২৫-৩০টি কোচিং সেন্টার গুটিয়ে পালিয়ে যান পরিচালকরা। বৃহস্পতিবারও জেলা প্রশাসনের অভিযানে ২টি কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হয়। নগরীর শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন টিএনটি রেস্টুরেন্টের পাশের গলিতে অভিযান চালানো হয়।

শুক্রবার নগরীর দেওয়ান হাট, হালিশহর, বন্দর ও ইপিজেড এলাকায় সরেজমিন দেখা যায়, নিষিদ্ধ সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম খোলা ছিল বেশকিছু কোচিং সেন্টারে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিতে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে চলছিল পাঠদান কার্যক্রম। এরমধ্যে হালিশহরের টিচিং প্লাস, প্রফেসর'স পয়েন্ট, ঈদগাঁ কাঁচা রাস্তা (বরফ কলের পাশে) এলাকার শাহজাহান ভবনে রেনেসাঁ কোচিং হোম, ডবলমুরিং থানার মিস্ত্রিপাড়া এলাকার মীর আর্কেডে প্রবাহ কোচিং সেন্টার। এই কোচিং সেন্টারের প্রধান কার্যালয়টি রয়েছে চকবাজারের লালচাঁন্দ এলাকায়। এ প্রতিষ্ঠানের নগরীর বন্দরটিলা, বড়পোল ছাড়াও নগরীর বাইরে পটিয়া ও লোহাগাড়া শাখা রয়েছে। এছাড়া নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন সময় বিভিন্ন আবাসিক বাসা-বাড়ি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষকে নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন কিছু অসাধু কোচিং সেন্টারের মালিক।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. আবু হাসান সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচটি কোচিং সেন্টার সিলগালা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে কঠোর নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে প্রথমবার সতর্ক কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্ধ রাখতে সিলগালা করা হলেও দ্বিতীয়বার খোলা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।